দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

057

অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষার কেন্দ্র

আমরা টাঙ্গাইল সরকারী সাদত কলেজের ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য অনার্স পরীক্ষার মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী। গত ২০-৬-৮৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সনাতন পদ্ধতির অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষার জন্য যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ২ নং ধারায় বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের প্রচলিত নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু আমরা ডিগ্রী (পাস) বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের বেলায় লক্ষ্য করেছি, তারা তাদের স্থানীয় কলেজ কেন্দ্রগুলোতেই বাহিরাগত হিসাবে পরীক্ষা দিচ্ছে। নিয়মাবলীর ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সনের পরীক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য অবতীর্ণ হবে সে সনের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত সিলেবাস অনুযায়ী মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৮ নং ও ৫নং ধারার প্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন, যেহেতু নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সাথে একই প্রশ্নপত্র নিয়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল কলেজের বিশেষ করে দূর দূরান্তের কলেজগুলোর অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষা স্ব স্ব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, এতে পরীক্ষার্থীরা, বিশেষ করে ছাত্রীরা যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার অসুবিধা এবং গরীব ছাত্ররা বিপুল অর্থ ব্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে।

অতএব, কলেজের সনাতন পদ্ধতির অনার্স পরীক্ষা ও মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা যেন একই সময়ে না হয়ে একটি পরীক্ষা শেষ হলে পরে অপরটি শুরু হয় এবং অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষা যাতে পরীক্ষার্থীরা নিজের কলেজ থেকেই দিতে এবং ফরমও সেখান থেকে পূরণ করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনার্স মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীর পক্ষে, গোপাল বসাক
সরকারী সাদত কলেজ,
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে

পরীক্ষায় নকল কখনো এত বছর চলতে পারে না যদি হেডমাষ্টার সাহেবানরা পরীক্ষার্থী এলাউ ও রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপারে দুর্নীতিমুক্ত থাকতেন।

বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবেরা নিশ্চয়ই হেডমাষ্টার সাহেবদের উপরোক্ত দুর্নীতির কথা অত্যন্ত বেদনার সাথে অবগত আছেন। সম্ভবত কোন মহল বিশেষের তরফ থেকে বাধা পেয়ে থাকেন নচেৎ এইসব দুর্নীতি পরায়ণ হেডমাষ্টার সাহেবদের অপসারণ ও সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির স্থলে এডহক কমিটি গঠনের আদেশ দিয়ে অপকর্ম দমনের নজির স্থাপন করতেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা আর কতদিন নিজেদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা হলের তদারকি চালাবেন আর ভাল ছাত্ররাই বা কত দিন দুর্ভোগ পোহাবে? এদিকে মফস্বলের শিক্ষা তগোল্লায়। শিক্ষা বোর্ড অন্ততঃ দোষী স্কুলগুলোকে জেলা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাধ্য করে সংশ্লিষ্ট মহলে চেতনা ও আতংক সৃষ্টি করতে পারেন।

অম্লান বদনে স্বীকার করতে হয় পরীক্ষার্থীদেরকে কিছু না বলে শিক্ষক-ইনভিজিলেটারদেরকে গার্ড দেয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে গত বছর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়েছে।

সব মহল হতে যুগপৎ প্রচেষ্টা এই ব্যাপারে চলা উচিত। সাধু শিক্ষক সাহেবদের জাতীয় স্বার্থে এবং ভাল ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে সাহসী হয়ে অগ্রণী হওয়া কাম্য।

ওয়ালি উল্লাহ পাটোয়ারী
অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার
মতলব হাই স্কুল।